09-02-2022 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সমস্ত দুঃখী আত্মাদের সুখী করে তোলা, এটা একমাত্র বাবার কর্তব্য, তিনিই সবার সদ্গতি দাতা"

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের উত্তরণের কলায় যাওয়ার জন্য কোন্ যুক্তি বলে দেন ?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা - আমি যা বলি, তোমরা সেটাই শুনবে। আর এতদিন যা কিছু শুনে এসেছ, সেই সব কিছু ভুলে যাও, কেননা এগুলো শুনেই তোমরা নীচে নেমে এসেছ।

*প্রশ্নঃ - কোন্ গুপ্ত রহস্য তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, যার মধ্যে সব বেদ শাস্ত্রের সার আছে ?

*উত্তরঃ - ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু আর বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কীভাবে হয়েছেন, কীভাবে একে অপরের নাভি থেকে নির্গত হয়েছে, এই গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পেরেছ। এটাই হল সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার।

*গীতঃ- নেত্রহীনকে পথ দেখাও...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা অর্থ তো বুঝতে পেরেছে। বাবার তো সম্পূর্ণ সৃষ্টির বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ অবশ্যই আছে। বাচ্চারাও জানে সমস্ত মানুষ মাত্রই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। ঈশ্বরীয় পরিবারভুক্ত। পরিবারে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা বাবার প্রতি থাকে, যিনি বাচ্চাদের জন্ম দিয়েছেন। অসীম জগতের পিতা বলেন প্রিয়, মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পরে আবার এসে মিলিত হয়েছ। কখন মিলিত হয়েছ ? এই সঙ্গম যুগে। যখন বাবা এসে সব বাচ্চাদের অশান্তি থেকে শান্তিতে নিয়ে যান। শান্তির জন্য কত কনফারেন্স ইত্যাদি করে থাকে। নিজেদের মধ্যে মিলিত হয় যেন সৃষ্টিতে মহামারী বন্ধ হয়ে যায় আর নিজেদের মধ্যে শান্তি ফিরে আসে। তা না হলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বিনাশ করে দেবে। বিনাশকে ভয় পায়। এটা ভুলে গেছে যে বাবা এসেই সুখধাম অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের পুনরায় স্থাপন করে থাকেন, যা এখন স্থাপন হচ্ছে। তোমরা সবাই বসেছ অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য। তোমরা জানো পূর্বের মতোই পরমপিতা পরমাত্মা এসে আসুরি দুনিয়ার বিনাশ ঘটান। বিনাশ তো অবশ্যই হওয়া উচিত কেননা এই সময় সবাই দুঃখী। কল্পে-কল্পে এটা বাবারই দায়িত্ব- যারা দুঃখে আছে তাদের সুখী করে তোলা। যারা নিজেরাই দুঃখী পতিত, তারা কীভাবে অন্যদের পবিত্র ও সুখী করে তুলবে। এই কথা সম্পূর্ণ দুনিয়ার জন্য। গেয়েও থাকে - সবার সদ্গতি দাতা একজনই। হে পরমপিতা পরমাত্মা তুমি এসে আমাদের, পতিতদের পবিত্র করে তোলো। এটা তো সব ধর্ম সম্প্রদায় জানে যে ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। ঐ সময় আমরা ছিলাম না। প্রাচীন ভারতের অনেক মহিমা আছে। ভগবান প্রথমে স্বর্গ রচনা করেছেন, তার মালিক কে ছিল ? ভারত ছিল মালিক। স্বর্গে সোনা হীরের প্রাসাদ ছিল। ভারত অতি বিত্তবান ছিল। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়ে অনেক ধর্ম। শুধু এক দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কাঙাল দুঃখী হয়ে গেছে। শিব বাবা বলেন এই ব্রহ্মা দাদা জহুরী ছিলেন। ইনি এটা বলেন না। নিরাকার বাবা বলেন এই শরীরে ব্রহ্মাও তার নিজের জন্ম সম্পর্কে জানেনা। তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরাও নিজেদের জন্ম সম্পর্কে জানতে না। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে । কীভাবে প্রবেশ হয়, এটা কোনো প্রশ্ন নয়। বাবা বলেন আমার নিজের শরীর নেই। আমি সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করি। এই ভারতেই আসি। ব্রহ্মা নিজের জন্ম সম্পর্কে জানত না, আমিই এসে বুঝিয়ে থাকি। এ'সবই অসীমের পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। যা সেকেন্ডে পার হচ্ছে তাই পুনরায় রিপিট হবে। এই অনন্ত ড্রামার রহস্য বাবা-ই এসে বুঝিয়ে থাকেন।

বাবা বলেন বাচ্চারা যে দান পুণ্য ইত্যাদি করে এসেছ, এ'সবই হলো ভক্তি মার্গের জন্য। এতে প্রাপ্তি কিছুই হয়না। কেননা ভক্তিতে কোনো সার নেই। যা কিছু চিত্র ইত্যাদি তৈরী করেছে, একে পুতুল পূজা বলা হয়। চিত্র তৈরী করেছে, খাইয়েছে তারপর বিসর্জন দিয়েছে - এ'সবই করেছে, না বোঝার কারণে । যখন যজ্ঞ রচনা করে, মাটির একটা বড় শিবলিঙ্গ আর ছোট-ছোট শালগ্রাম তৈরী করে। কার পূজা করছে, কিছুই জানা নেই। বাবা আর বাচ্চারা সার্ভিস করে থাকে তবেই তাদের পূজা হয়। শিবের লিঙ্গ তৈরি করে, বাচ্চারা তোমাদের শালগ্রাম তৈরী করে। বাচ্চারা তোমরা পূর্বের মতোই ভারতকে পবিত্র করে তোলার জন্য সার্ভিস করছ। তোমরা হলে ঈশ্বরের সহযোগী। তোমাদের হল বাবার প্রতি ভালোবাসা। তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো, তাই শ্রীমত ভগবৎ গীতার গায়ন হয়। ভগবান কোনো শাস্ত্র পড়েন না। কোনো ধর্ম স্থাপকই শাস্ত্র পড়েন না। ওরা আসেন ধর্ম স্থাপন করতে। ওনাদের যে নলেজ আছে, সেটাই শোনাবেন। এমন নয় যে ক্রাইস্ট এসে বাইবেল পড়েছেন। তা নয়, তিনি এসেছিলেন ধর্ম স্থাপন করতে। বাবা এসে শ্রীমত দেন। শ্রী অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠ মত। উচ্চ থেকে উচ্চতম হচ্ছে ভগবানের শ্রীমত। তোমরা বাচ্চারা এখন শ্রীমতে চলছ। বাবা বলেন বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। মাত্র দুটি শব্দ। বড় ভালোবাসার সাথে বলেন বাচ্চারা, সুতরাং তিনি হলেন পিতা আর আমরা সবাই ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য। এই বিষয় কারো বুদ্ধিতেই নেই, এনার (ব্রহ্মা) বুদ্ধিতেও ছিল না। এখন বাবা বসে এনার দ্বারা বোঝাচ্ছেন যত মনুষ্য আত্মা আছে, এই সব আত্মাকে পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ড্রামা অনুসারে পুনরায় এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। এনার আত্মাও শোনে। পূর্বের মতোই বাবা আমাদের নলেজ দিচ্ছেন, ওঁনার নিজের তো শরীর নেই। শ্রী কৃষ্ণের সাধারণ রূপ বলা যায় না। কৃষ্ণ তো স্বর্গের প্রথম প্রিন্স ছিল। কিন্তু ওরা বলে শ্রী কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এটা তো হতে পারে না। কত পার্থক্য। সঙ্গম যুগে কৃষ্ণ হতে পারে না। আর্টিফিশিয়াল কৃষ্ণ তো অনেক হয়। প্র্যাকটিক্যাল হবে সত্যযুগে। কৃষ্ণ নামে দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না। অনেকেই নিজের নাম রেখে দেয়। বাবা বলেন এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়া স্থাপনের কাজে সাহায্য হবে। পবিত্রতা তো ভালো জিনিস। কত বাবার বাচ্চারা মার খায়। অবলাদের প্রতি অত্যাচার হয়। ওরা লেখে বাবা কি করব, আমাদের এই বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। নাটকে দেখানো হয়েছে দ্রৌপদীকে শাড়ি দেওয়া হয়েছিল। একটা কাহিনী তৈরি করে দিয়েছে। বাবা বলেন বাচ্চারা, এখন পবিত্র হলে ২১ জন্ম তোমরা কখনো নগ্ন হবে না। ওখানে হলো রামরাজ্য। প্রধান বিকার হলো অশুদ্ধ অহঙ্কার, দেহ-অভিমান। দেহের প্রতি মোহ থাকে। ওখানে হয় আত্ম-অভিমানী। বোঝে যে আমরা পুরানো শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। একে আত্ম-অভিমানী বলা হয়। বাবা বলেন - তোমরা সব আত্মারা শিববাবাকে স্মরণ কর কেননা ফিরে যেতে হবে। এ হলো আত্মাদের প্রকৃত আত্মিক যাত্রা। সবাইকেই সুপ্রিম বাবার কাছে যেতে হবে। তীর্থ যাত্রা করতে গিয়ে রাস্তায় রাম-রাম করতে-করতে যায়। বাবা বলেন তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া তো রাজযোগ শিখবেনা। কল্প পূর্বে যারা শিখেছিল তারাই আসবে। এখন কলম তৈরি হচ্ছে। দেবী-দেবতাদের যে মিষ্টি ঝাড় ছিল সেটা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ডালপালা আছে। (বটগাছের দৃষ্টান্ত) তেমনই এই দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নষ্ট হয়ে গেছে। চিহ্ন রয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কি, এটা কারো জানা নেই। না নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানা আছে, সেইজন্যই হিন্দু ধর্ম বলে দেয়।

বাবা বলেন তোমাদের ভারত কত মহান ছিল। ধর্মের বিষয়ে বলা হয় ধর্মই শক্তি। এখন তো দেবতা ধর্ম নেই। এই ধর্ম কীভাবে স্থাপন হবে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, ওঁনার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। শক্তিও তাঁর কাছে পাওয়া যায়। বাবা হলেন সৃষ্টির বীজরূপ। আমরা ওঁনার পরিবারভুক্ত হয়ে গেলাম। বাবা হলেন সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। সবকিছুই আত্মার মধ্যে আছে। আত্মাই শোনে, পড়াশোনা করে। আত্মার মধ্যেই ভালো মন্দ সংস্কার থাকে। এই সময় সবার আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি তমোপ্রধান বুদ্ধি হয়ে গেছে ভারতবাসীদের। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মারা ভারতেই ছিল। ওরাই স্বর্গের মালিক ছিল। এই নাটক তৈরি হয়েই আছে। সবাই নিজ-নিজ পার্ট পেয়েছে। আত্মারা সবাই একরকম, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এমন নয় যে আমাদের আত্মা ছোট, বাবার আত্মা বড়। না, আত্মা ছোট বড় হয়না। আত্মা ৮৪ জন্মের ভূমিকা পুনরায় রিপিট করে। এর কখনও শেষ নেই। এক আত্মা কত সার্ভিস করে। এই অবিনাশী পার্ট কখনোই শেষ হবে না। এই বিষয়ে কোনো বিদ্বান, পন্ডিত, শাস্ত্রের অথরিটি কি জানে ? এতো ছোট আত্মার মধ্যে কত পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। পরমপিতা পরমাত্মাও ড্রামার দ্বারা আবদ্ধ। ভূমিকা পালন করার জন্য তাঁকেও তাঁর সঠিক সময়ে আসতে হবে। ওঁনাকেও তাঁর ভূমিকা সঠিক সময়ে পালন করতে হবে। সবাইকে সুখী করে তুলতে হবে। ভেবে দেখো আত্মা কেমন। বাবার আত্মাও ছোট বিন্দু স্বরূপ। এতো ছোট জিনিসের পূজা তো কেউ করতে পারে না। ভক্তি করার জন্য বড় করে তৈরী করা হয়, যার পূজা হয়ে থাকে। যাঁকে শিব অথবা রুদ্র বলা হয়। কিন্তু বিন্দু সদৃশ। তিলক দেওয়া হয় না ? এটা খুবই বোঝার মতো বিষয়। আর তো কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবা-ই বসে বোঝান, অতি সূক্ষ্ম বিষয়। বাবা বোঝান - বাচ্চারা দেখো আত্মা কত ছোট। আত্মার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কত বড়। এই সময় সবার আত্মা আর শরীর দুই-ই পতিত হয়ে গেছে। পুনরায় পবিত্র হতে হবে। তোমরা অব্যভিচারী হও, একজনের কথাই শোন, একজনকেই স্মরণ করো। বাঃ! বাবা তুমি তো কামাল করে থাকো। কি জ্ঞান তুমি শোনাও ! আর কারো এমন শক্তি নেই যে এই নলেজ দিতে পারে। তোমাদের উত্তরণের কলা এখনই শুরু হয় যখন বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। এই সময় সমস্ত মানুষ মাত্রই পতিত হয়ে গেছে, সেইজন্যই বাবা বলছেন - আমি সবাইকে উদ্ধার করতে এসেছি। রাত থেকে দিনে যাওয়ার পথ বলে দিচ্ছি। গানও আছে নেত্রহীনকে পথ দেখাও ....সবাই বলে আমি নেত্রহীন, আমাকে পথ দেখাও। কোথায় যাওয়ার পথ ? নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার পথ। এখানে খুব দুঃখ। বাবা আমাদের অন্ধদের লাঠি তো তুমিই। বাবা বললেই উত্তরাধিকার স্মরণে আসে। প্রভু বা ঈশ্বর বললে উত্তরাধিকারের নেশা হয়না, তুমি মাতা, পিতা...এটাই ওঁনার মহিমা। মানুষ বলে থাকে এই বেদ তো অনাদি। কিন্তু জিজ্ঞাসা কর কবে থেকে পড়ছ ? সত্যযুগ থেকে ? ওখানে তো শাস্ত্র হয়ই না। এ'হলো ভক্তি মার্গের জন্য। কিছুই জানে না। বাবা বলেন আমি এসেই তোমাদের সবকিছুর সার বুঝিয়ে থাকি -

ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মা আমার সন্তান নাকি বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়েছে! ব্রহ্মা তো শিবের সন্তান। বিষ্ণুর সন্তান নয় । তবে হ্যাঁ, ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন। তারপর বিষ্ণু ৮৪ জন্মের পরে ব্রহ্মা হন, অতি গুপ্ত রহস্য, যা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পেরেছ। এখন ব্রহ্মার মুখ দ্বারা তোমরা বাচ্চাদের জন্ম হয়েছে সুতরাং কত ঈশ্বরীয় নেশা আর খুশি থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার জন্য অব্যভিচারী হতে হবে। এক বাবার কাছ থেকেই শুনতে হবে, একজনকেই স্মরণ করতে হবে।

২) ঈশ্বরের সহযোগী হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তোলার সার্ভিস করতে হবে। এক বাবার প্রতিই প্রীত বুদ্ধি রাখতে হবে ।

বরদানঃ- স্ব-স্থিতির দ্বারা প্রতিটি পরিস্থিতিকে পার করতে সমর্থ মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব

যে বাচ্চা ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির থাকে সে নিজের স্ব-স্থিতির দ্বারা প্রতিটি পরিস্থিতিকে এমন ভাবে অতিক্রম করে যেন কিছুই হয়নি। নলেজফুল, ত্রিকালদর্শী আত্মারা সময় অনুসারে প্রতিটি শক্তিকে, প্রতিটি পয়েন্টকে, প্রতিটি গুণকে অর্ডার অনুসারে কার্যকর করে তোলে। এমন নয় যে সময় আসার পর অর্ডার করে সহন-শক্তির, আর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর সহন-শক্তি আসে। যে সময় যে শক্তির প্রয়োজন, বিধি অনুযায়ী- নিজের কাজ করতে হবে তবেই বলা হবে খাজানার মালিক, মাস্টার ত্রিকালদর্শী।

স্লোগানঃ- যে সবসময় খুশি থাকে আর সবার মধ্যেই খুশি ভাগ করে দেয় সে-ই প্রকৃত সেবাধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;